শপথের পর ইলিয়াস কাঞ্চনের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন রিয়াজ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতিতে কার্যকরী পরিষদের সদস্য পদে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন চিত্রনায়ক রিয়াজ। বুধবার বিকালে শপথ নিয়েছেন তিনি। সমিতির স্টাডিরুমে তাকে শপথ পড়ান চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চন। শপথ নেওয়ার পরে ইলিয়াস কাঞ্চনের পায়ে হাত রেখে সালাম করেন এই চিত্রনায়ক।

রিয়াজ সমিতির সদস্য পদে চিত্রনায়িকা রোজিনার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। কমিটিতে কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত রিয়াজ। ‘শপথ নিলাম। এই কমিটি তাদের কার্যকরী পরিষদের সদস্যপদে আমাকে নিয়েছেন। এটি আমার জন্য অনেক সম্মানের। একটি চমৎকার প্যানেলের সঙ্গে আমি শপথ নিয়েছি।’

কমিটিতে রিয়াজকে পেয়ে আনন্দিত কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি বরাবর পদত্যাগপত্র পাঠান রোজিনা। ২৬ মার্চ সমিতির প্রথম মিটিংয়ে রোজিনার পদত্যাগপত্রটি গৃহীত হয়। এরপর গঠনতন্ত্র মোতাবেক রিয়াজকে ওই পদে নেওয়া হয়। আজ তাকে শপথ পড়ানো হলো।

শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অঞ্জনা, আরমান, অমিত হাসান, ফেরদৌস, শাহনুর, জাদু আজাদ, সাইমন সাদিক, কেয়া, ইমন কমিটির অনেকে। তবে মিশা-জায়েদ প্যানেলের অঞ্জনা ছাড়া বাকি কোনো বিজয়ী সদস্য শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না।

চলতি মাসে বিয়ে করছেন রণবীর-আলিয়া, অতিথি হিসেবে থাকছেন

যারা

বলিউডের আলোচিত জুটি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট বিয়েরপিঁড়িতে বসছেন এ মাসে। জানা গেছে, ১৭ এপ্রিল রণবীরের পৈতৃক বাড়িতে অর্থাৎ আরকে হাউসে বসবে তাদের বিয়ের আসর।

এই জুটির বিয়ে নিয়ে চলছে অনেক জল্পনা। এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে মনিশ মালহোত্রার ডিজাইন করা পোশাকেই সাজবেন আলিয়া ও রণবীর।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বলিউডে যখন রণবীর ও আলিয়ার বিয়ে নিয়ে শোরগোল, ঠিক তখনই ফাঁস হলো এ বিয়ের অতিথিদের তালিকা। কারা আসছেন রণবীর ও আলিয়ার ঝলমলে বিয়েতে?

রণবীর ও আলিয়ার পুরো পরিবারই তারকাখচিত। তাই রণবীরের পক্ষ থেকে কারিনা, কারিশমা তো থাকছেনই। তেমনি থাকছেন সাইফ আলি খান। ছোট ভাইকে নিয়ে হাজির থাকবে তৈমুর আলি খানও।

অবশ্যই থাকবেন আলিয়ার দিদি পূজা ভাট, সাহিন ভাট ও আলিয়ার মা সোনি রাজদান। আর ইন্ডাস্ট্রি থেকে কারা? খবর অনুযায়ী, অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন জোয়া আখতার, অর্জুন কাপুর, মনিশ মালহোত্রা, সঞ্জয়লীলা বানসালি, করণ জোহর, মাসাবা গুপ্তা, বরুণ ধাওয়ান, আয়ান মুখোপাধ্যায়ের মতো তারকারা।

শোনা যাচ্ছে, দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং নাকি আলিয়া ও রণবীরের গায়েহলুদ অনুষ্ঠান থেকেই হাজির থাকবেন। অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে, রণবীরের ব্যাচেলার পার্টিতে থাকতে পারেন শাহরুখ, সালমানরাও। তবে ক্যাটরিনার নাম অতিথিদের তালিকা থেকে একেবারেই গায়েব। গুঞ্জনে রয়েছে— রণবীর নিমন্ত্রণ করলেও ক্যাট নাকি রণবীরের বিয়েতে যাবেনই না।

এরই মধ্যে আবার রণবীর এবং রণধীর কাপুরের মনোমালিন্যের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কয়েক দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে এ ঘটনা উল্লেখ করে ঋষিপুত্র রণবীর কাপুর জানান, জেঠু রণধীর ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। ইদানীং রণধীর সব কিছু ভুলে যাচ্ছেন। এমনকি ভাই ঋষি কাপুর যে মারা গেছেন, সেটিও ভুলে গেছেন।

রণবীরের এ মন্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে রণধীর বলেন, রণবীর যা খুশি বলতে

পারে, এটা একেবারেই ওর ব্যাপার। তবে আমি ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত নই। এমনকি ছবি দেখে ঋষির খোঁজও করিনি। রণবীরের বিয়ে সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলেও নাকি মন্তব্য করেছেন।

শাহরুখের সঙ্গে নাচার সময়ে পড়ে গিয়ে কাজলের গর্ভপাত!

গানের শুটিংয়ে শাহরুখের সঙ্গে নাচছিলেন অভিনেত্রী কাজল। আর সেই শুটিং সেটে সবার সামনেই কাজলকে চড় মারেন তার স্বামী অজয় দেবগন। এ ঘটনার কথা সিনেপ্রেমীদের সামনে ফাঁস করলেন কাজল নিজেই। জানালেন সেই কষ্টময় দিনটির কথা।

ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০১ সালে। বলিউড নির্মাতা করণ জোহরের সুপারহিট সিনেমা ‘কাভি খুশি কাভি গাম’-এর শুটিং সেটে।

শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘ইয়ে লড়কা হ্যায় আল্লাহ’ গানের দৃশ্যের শুটিং চলছিল৷ নাচের মহড়া দিতে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান কাজল। সেই মুহূর্তেই খবর পেয়ে সেটে চলে যান অজয়। সবার সামনে কাজলকে চড় মারেন তিনি।

এটি সবার জানা, বলিউড অভিনেতা অজয় দেবগন বদমেজাজী। তাই বলে অসুস্থ স্ত্রীকে চড় মারবেন?

এর কারণ এক সাক্ষাৎকারে জানান কাজল।

কাজল বলেছিলেন, ‘করণের ‘কাভি খুশি কাভি গাম’ হিট হয়। কিন্তু সেই সময়ে ছবির সাফল্যে একটুও আনন্দ করতে পারিনি। কারণ প্রথম সন্তানকে হারিয়েছি ওই বছর। তার পর আবারও গর্ভপাত হয়। অজয় এবং আমার জন্য সেই সময়টা খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এখন আমাদের পরিবার সম্পূর্ণ। নায়সা ও যুগ এসেছে আমাদের জীবনে।’

বলিউড সূত্রে জানা যায়, গর্ভপাতের জন্য কাজলকেই দোষারোপ করেছিলেন অজয়। প্রথমবার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর অজয় কাজলকে অভিনয় করতে বারণ করেন। কিন্তু পর্দার ‘সিমরন’ স্বামীর কথা শোনেননি। এই

অবস্থাতেই শুটিং চালিয়ে যান। যে কারণে শুটিংয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলে ক্ষেপে যান অজয়। শুধু স্ত্রী কাজলই নয়; নির্মাতা করণ জোহরের ওপরেও রেগে যান অজয়। তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে দিয়ে নাচ করানোয় ধমক দেন পরিচালককে।

করণ অবশ্য সব রকম সহায়তাই করেছিলেন তখন। কাজলকে দ্রুত মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করান।

তবে এ ঘটনায় অনেক দিন পর্যন্ত অজয়-করণের সম্পর্ক ভালো ছিল না। এর পর দ্বিতীয়বার গর্ভপাত হয় কাজল।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

রাশমিকার সঙ্গে এবার জুটি বাঁধছেন রণবীর

ভারতীয় সিনেমার ক্রাশ এখন দক্ষিণী সিনেমায় ‘পুষ্পা’খ্যাত রাশমিকা মান্দানা। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই বেশ খ্যাতি পেয়েছেন এ অভিনেত্রী। ‘পুষ্পা: দ্য রাইজ’ সিনেমার পর রাশমিকাকে নতুন সিনেমায় সই করাতে মরিয়া বলিউডের অনেক প্রযোজক-পরিচালক।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ‘মিশন মজনু’-এর পর এবার বলিউডের আরেক সিনেমায় অভিনয় করছেন রাশমিকা। বলিউড তারকা রণবীর কাপুরের নায়িকা হতে চলেছেন দক্ষিণী সুন্দরী।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘কবির সিং’ খ্যাত পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ‘অ্যানিমেল’ সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর। তার সঙ্গেই পর্দায় দেখা যাবে রাশমিকাকে। শনিবার সন্দীপ রেড্ডি নিজেই তার টুইটার অ্যাকাউন্টে এ ঘোষণা দেন। পরে রাশমিকাও টুইটারে ওই পোস্ট শেয়ার করেন। এ ছাড়া নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের স্টোরিতে এ বিষয়ক পোস্ট দেন রাশমিকা।

২০২৩ সালের ১১ আগস্ট ‘অ্যানিমেল’ সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। রণবীর-রাশমিকা ছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা

যাবে অনিল কাপুর ও ববি দেওলকে। সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করছে টি-সিরিজ, ভদ্রাকালি পিকচার্স ও সিনেওয়ানস্টুডিওজ।

‘পুষ্পা: দ্য রাইজ’ সিনেমায় আল্লু আর্জুনের সঙ্গে অভিনয় দিয়ে তুমুল দর্শকপ্রিয়তা পান তেলেগু অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। তবে সিনেমা অঙ্গনে জোর গুঞ্জন, দক্ষিণী অভিনেতা বিজয় দেবারাকোন্ডার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন নায়িকা। বিজয়ও এর মধ্যে নাম লিখিয়েছেন বলিউডে। করণ জোহরের প্রযোজনায় ‘লাইগার’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি।

ঋতুপর্ণার কাছে ক্ষমা চাইল সেই বিমান সংস্থা

গত মঙ্গলবার কলকাতা বিমানবন্দরে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের। এয়ারলাইন কর্মীদের কাছে ৪০ মিনিট ধরে কান্নাকাটি ও অনুনয় করেও বিমানে উঠতে ব্যর্থ হন এ টালিউড অভিনেত্রী।

১৭ মিনিট দেরি করায় এ ভারতীয় অভিনেত্রীকে বিমানে উঠতে দেয়নি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। তাকে ছাড়াই আহমদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনায় দেয় এয়ার ইন্ডিগো।

সেই ঘটনার তিন দিন পর অবশেষে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর কাছে ক্ষমা চাইল বিমান সংস্থাটি।

ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে ঋতুপর্ণার উদ্দেশ্যে টুইট করে লেখা হয়েছে, ‘আপনার অসুবিধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী আমরা। অনেক বার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু কোনো ভাবে সফল হইনি। আপনার সুবিধামতো একটা সময় বলুন, ‘আপনাকে আমরা যোগাযোগ করে কথা বলে নেব।’

সোমবার বোর্ডিংয়ের সময় ছিল ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে। কিন্তু ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত পৌঁছেছেন ৫টা ১২ মিনিটে।

যদিও ঋতুপর্ণার দাবি, তার কাছে কোনো ফোন আসেনি।

বিমান সংস্থার ক্ষমা চাওয়ার পর ফিরতি টুইট করেন ঋতুপর্ণা। লেখেন, ‘ক্ষমা চাওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু বিমান ছাড়ার ২৫ মিনিট হওয়ার আগেই বোর্ডিং গেট বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। তাতে যাত্রীদের পাশাপাশি সমস্যায় পড়তে হয় সংস্থাকেও।’

নায়িকা আরও লিখেছেন, ‘বিমানে উঠতে দেওয়া হয়নি বলে আমাকে আরও দুটি বিমান ধরে কাজে পৌঁছাতে হয়। তার মধ্যে একটি কাজে উপস্থিত থাকতে পারিনি আমি। আশা করি, এমন ঘটনা বারবার ঘটবে না। কেবল আমার জন্য নয়, সকল নাগরিকদের সুবিধার্থেই এই অনুরোধ করছি।’

আলিয়ার গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি দেখতে ‘সব’ টিকিট কিনলেন পাকিস্তানি অভিনেতা

আলিয়া ভাটের বহুল আলোচিত সিনেমা গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি। করোনার সময়েও বক্স অফিসে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে এই বলিউড সিনেমা। আলিয়াকে অভিনয়গুণে মুগ্ধ ভারতীয় ভক্তরা। তবে তাদের ছাপিয়ে গেলেন আলিয়া ভাটের এক পাকিস্তানি ভক্ত। তিনি নিজেও একজন অভিনেতা। নাম তার মুনিব বাট।

আলিয়ার গঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি দেখার জন্য দুবাইয়ের এক সিনেমা হলের গোটা শোর টিকিট বুক করে নিয়েছেন তিনি। তবে মুনিব একা নন, তার সঙ্গে আলিয়ার এ ছবি দেখতে ছিলেন তার স্ত্রী। ইতোমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিও। খবর জিনিউজের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুবাইয়ে ছুটি কাটাচ্ছেন পাকিস্তানি অভিনেতা মুনিব বাট ও তার স্ত্রী আইমান খান। ছুটি কাটানোর বেশ কয়েকটি ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে নেটিজেনরা দেখতে পান একটি ভিডিও। যেখানে বোঝা যায় যে আলিয়ার গাঙ্গুবাই দেখার জন্য গোটা শোয়ের টিকিট কিনে প্রাইভেট স্ক্রিনিংয়ে ছবি দেখছেন তিনি ও তার স্ত্রী।

ভিডিওতে মুনিব তার স্ত্রীকে বলছেন, তোমার জন্য পুরো থিয়েটার বুক করে নিয়েছি। যদি গাঙ্গুবাই ভালো না হয় তা হলে আমাকে ইয়ে না থি হামারি কিসমত দেখতে হবে। পাকিস্তানি ধারাবাহিক ‘ইয়ে না থি হামারি কিসমত’-এ মুখ্য চরিত্রে দেখা যায় মুনিব বাটকে। পাকিস্তানি টিভি জগতের তিনি একজন জনপ্রিয় অভিনেতা।

আনোয়ারার আজীবন সম্মাননা নিলেন মেয়ে মুক্তি

২০২০ সালের সেরা নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীদের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়েছে অভিনেত্রী আনোয়ারা বেগমকে। অসুস্থতার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে আসতে না পারায় তার পক্ষে পুরস্কার নেন মেয়ে চিত্রনায়িকা রোমানা ইসলাম মুক্তি।

বুধবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তার পক্ষে পুরস্কার বিতরণ করেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে দিন দশেক আগে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল আনোয়ারাকে। দুদিন আগে বাসায় ফিরলেও ঠিকমতো হাঁটতেও পারছেন না তিনি, চোখেও ভালো দেখছেন না। এ কারণে চলচ্চিত্র পুরস্কার নিতে আসতে পারেননি।

এবারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত আরেক অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। এর পর সেরা সিনেমা, সেরা নির্মাতা ও কলাকুশলীদের পুরস্কার দেওয়া হয় একে একে।
এবার অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন ফেরদৌস ও পূর্ণিমা।

এর আগে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার জন্য মোট ২৭ বিভাগে ৩২ জনকে চলচ্চিত্র পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল সরকার।

আইকনিক স্টার অ্যাওয়ার্ডস পেলেন মেহেরপুরের মেজবা উদ্দিন

সম্পতি আইকনিক স্টার অ্যাওয়ার্ডস পেলেন মুভি পোস্টার, কমার্শিয়াল ফটোশুট, স্টাইলিং, ডিরেক্টর, এবং পিক্সেল মাল্টিমিডিয়ার চেয়ারম্যান মেজবা উদ্দিন। মিডিয়ায় তার বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার পান।

মেজবা উদ্দিনের মিডিয়ার যাত্রা দুই দশকেরও বেশি সময়। শুরুতে ব্যান্ড দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও পরবর্তীতে মিডিয়ার বিভিন্ন শাখায় তিনি কাজ করেন। গড়ে তুলেন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি টিভিসিসহ অন্যান্য কনটেন্ট নির্মাণ করেন। তার কাজের দক্ষতা ও ক্রিয়েটিভিটির জন্য তার প্রতিষ্ঠানকে বেস্ট মিডিয়া এজেন্সি হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং আইকনিক স্টার অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। মেজবা বলেন, এবছর আমার নিজস্ব প্রোডাকশন হাউজের পক্ষে আমি বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। এই অ্যাওয়ার্ড আমাদের কাজের জন্য পেয়েছি।

উল্লেখ্য, মেজবাহ র্যাম্প মডেল হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর অনেক বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেল হন।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, হুইল পাওয়ার হোয়াইট, প্রাণ চাটনি, প্রাণ মিল্ক, রাস এনার্জি ড্রিংক। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও নাটকে অভিনয় করেন।

নাচ নিয়ে অবাক করা তথ্য দিলেন নোরা ফাতেহি

নিজের যোগ্যতা দিয়ে যেসব তারকা বলিউডে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন নোরা ফাতেহি। নাচ থেকে শুরু করে গ্লামার, স্টাইল— সব কিছুতেই তিনি অনন্য। তিনি যেন নিজেকে আরও সুন্দর করে তুলেছেন গ্লামার জগতে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টিভি নাইন বাংলার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কানাডায় জন্মেছিলেন ফাতেহি। তার মা ভারতীয়। সালমান খানের ভক্ত ছিলেন নোরা, আর ঠিক সেই কারণেই বিগ বসে রাজি হয়েছিলেন সুপারস্টার। দেখা গিয়েছিল তাকে সিজন ৯-এ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, অনেক দক্ষিণী ছবিতে দেখা যায় নোরাকে। বলিউডে প্রথম হাতেখড়ি হয়েছিল রোর ছবির মধ্য দিয়ে। অবাক করা তথ্য হচ্ছে— নোরা সেভাবে কোনো দিন নাচ শেখেননি। ছোট থেকেই টিভি দেখে নাচ অভ্যাস করতেন তিনি।

আরও জানা যায়, বাড়িতে কেউ পছন্দ করত না নোরা বিনোদন জগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখুক। ঠিক সে কারণেই সবটা লুকিয়েই করতে হতো তাকে। প্রথম প্রথম কাজ করে টাকা পেতেন না নোরা। এখনও বাকি রয়ে গেছে অনেকের চেক।

নোরা চেয়েছিলেন অভিনেত্রী হতে। কিন্তু আইটেম ড্যান্সার হিসেবেই বর্তমান সব থেকে জনপ্রিয় তিনি।

স্বামী-সংসার নিয়ে লাইভে এসে যা বললেন ন্যানসি

জীবন ও সংসার নিয়ে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শুক্রবার একটি পোস্ট দেন জনপ্রিয় গায়িকা নাজমুন মুনিরা ন্যানসি। ওই পোস্টে তিনি ‘তৃতীয় সংসারে ভালো নেই’ এমন ইঙ্গিত দিয়ে দীর্ঘ ও

বিস্ফোরক বক্তব্য তুলে ধরেন। তার ওই পোস্ট নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই স্ট্যাটাস নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা।

এর ফাঁকে স্ট্যাটাসটি মুছে দিয়ে স্বামী মেহেদীকে নিয়ে হানিমুনে কক্সবাজারে গেলেন ন্যানসি। আর সেখান থেকেই স্বামীসহ আসেন ফেসবুক লাইভে। ভক্তদের জানান, কেন স্ট্যাটাসটি মুছে দিলেন তিনি। শনিবার রাতের ওই লাইভে এসে কিংবদন্তি আইয়ুব বাচ্চুর জনপ্রিয় গান ‘সুখেরই পৃথিবী, সুখেরই অভিনয়, যতই আড়ালে রাখো, আসলে কেউ সুখী নয়’ গানটির কথা উল্লেখ করেন ন্যানসি।

জনপ্রিয় এই কণ্ঠশিল্পী বলেন, ‘আসলে কেউ সুখী না। নারী জীবনের চড়াই-উতরাইয়ের বিষয়টি আমার লেখায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে সুখী না, বিষয়টি তা ঠিক নয়।’ বিয়ের সাত মাস পর কেন হানিমুনে গেলেন, তার কারণও জানান তিনি। ন্যানসি জানান, বিয়ের পর নানা জটিলতার কারণে হানিমুনে যেতে পারেননি। তাই এখন সুযোগ পেয়েই ছুটে গেছেন সমুদ্রের কিনারে।

লাইভের আগের পোস্টে কক্সবাজারে চেকইন ও কাপল ছবি দিয়ে ক্যাপশনে লেখেন— ‘হানি-কে নিয়ে সমুদ্রের ধারে মুন দেখতে চলে এলাম!’ যদিও আগের দিন স্ট্যাটাসে ন্যানসি লিখেছিলেন, ‘বিয়েটা না করলেই বরং প্রাণে না হলেও জানে বেঁচে থাকতাম।’